এমব্যাংকমেন্ট এন্ড ড্রেনেজ এ্যাক্ট, ১৯৫২

The East Bengle Embankment And Drainage Act, 1952

(১৯৫৩ সালের ১ নং আইন)

(৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৬ পর্যন্ত সংশোধিত)

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ সরকার

আইন (লেজিসলেটিভ) বিভাগ

এমব্যাংকমেন্ট এন্ড ড্রেনেজ এ্যাক্ট, ১৯৫২

The East Bengle Embankment And Drainage Act, 1952

(১৯৫৩ সালের ১ নং আইন)

(৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৬ পর্যন্ত সংশোধিত)

সংশোধনীসমূহ—

১৯৬০ সালের ২৮ নং ইপি অধ্যাদেশ

১৯৬২ সালের ৭ নং ইপি অধ্যাদেশ এবং

১৯৬৬ সালের ১৩ নং ইপি অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত

১৯৫৩ সালের ১ নং ই বি এ্যাক্ট
এমব্যাংকমেন্ট এন্ড ড্রেনেজ এ্যাক্ট, ১৯৫২

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

ধারা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন

২। পূর্ববর্তী আইনসমূহ রহিতকরণ

৩। সংজ্ঞা

৪। সরকারী বেড়িবাঁধ, পানি নিষ্কাশন পথ ইত্যাদি সরকার বা কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্তকরণ

৫। মাটি সংগ্রহ, ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত জমি সরকার বা কর্তৃপক্ষের নিষ্পত্তির জন্য থাকা ও ইহার জরিপ

৬। প্রজ্ঞাপন

দ্বিতীয় ভাগ

প্রকৌশলীর ক্ষমতা

৭। প্রকৌশলীর ক্ষমতা

৮। সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ও আপত্তি দাখিল

৯। আপত্তির শুনানী

১০। তদন্তের পর আদেশ
১১। প্রকৌশলীর আদেশের বিরুদ্ধে আপীল
১২। সরকার বা কর্তৃপক্ষের আদেশ
১৩। সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পণযোগ্য বিশেষ ক্ষমতা
১৪। পানি নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টিকারী রাস্তা, ইত্যাদি পরিবর্তন
১৫। স্লুইস, বাঁধ, পানি নিষ্কাশন পথ ইত্যাদি নির্মাণের আবেদন
১৬। ঘর, গাছপালা ইত্যাদি অপসারণের ক্ষমতা
১৭। সম্ভাব্য উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত জমি ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় অবস্থিত হইলে গৃহীত ব্যবস্থা
১৮। মেরামত করিবার ক্ষমতা
১৯। অস্থায়ী বেড়িবাঁধ, রাস্তা বা পানি নিষ্কাশন পথ নির্মাণ
২০। স্লুইস খোলা ও বন্ধকরণ
২১। ভূমিতে প্রবেশ ও জরিপ করিবার ক্ষমতা
২২। ভূমি হইতে মাটি, ইত্যাদি নেওয়ার ক্ষমতা
২৩। কৃষি কাজের জন্য অনুপযুক্ত হইয়া পড়া জমি

তৃতীয় ভাগ

জীবন বা সম্পত্তির জন্য আসন্ন বিপদের ক্ষেত্রে কর্মপদ্ধতি

ধারা

২৪। জরুরী অবস্থায় করণীয় কার্যাবলী
২৫। ভূমি, ইত্যাদি পুনরুদ্ধার
২৬। কর্তৃপক্ষের পানি উইং এর অধীনস্ত বিভিন্ন বিভাগের আওতায় অবস্থিত জমির ক্ষেত্রে কর্মপদ্ধতি

চতুর্থ ভাগ

ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ

ধারা

২৭। ভূমি অধিগ্রহণ
২৮। ক্ষয়-ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ
২৯। ক্ষতিপূরণের দাবীর সময় সীমা
৩০। ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি

৩১। ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য ও অবিবেচ্য বিষয়
৩২। জরুরী অবস্থায় ভূমি অধিগ্রহণ
৩৩। জরুরী অবস্থায় অধিগৃহীত ভূমির ক্ষতিপূরণের দাবী
৩৪। বিশেষ নোটিশ প্রদান
৩৫। জরুরী ভিত্তিতে অধিগৃহীত ভূমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ

পঞ্চম ভাগ

কাজের খরচ, কার্যধারা, ইত্যাদি

(১) খরচ নির্ধারণ

৩৬। ক তফসিলে বর্ণিত বেড়িবাঁধ
৩৭। ক তফসিল হইতে বাদ
৩৮। ক তফসিলে সংযোজন
৩৯। প্রাক্কলন ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ প্রস্তুতি
৪০। পুনরায় প্রাক্কলন ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ প্রণয়ন
৪১। প্রাক্কলন ইত্যাদি পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা
৪২। প্রাক্কলন ইত্যাদি প্রাপ্তির সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ও আপত্তি
৪৩। হিসাব ও আপত্তি গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি জারি
৪৫। পরিশোধযোগ্য সর্বমোট অর্থ

(২) খরচ, বন্টন ও উহা আদায়ের দায়

৪৬। পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তিগণ
৪৭। খরচ বন্টনের পূর্বে নোটিশ প্রদান
৪৮। তদন্ত
৪৯। জমির মালিকদের মধ্যে খরচ বন্টন
৫০। বন্টনকৃত অর্থ পরিশোধ
৫১। বন্টনকৃত অর্থের উপর পরিশোধযোগ্য সুদ
৫২। অতিরিক্ত খরচ বন্টন
৫৩। খরচ বন্টনের চূড়ান্ত আদেশ এবং উহা প্রকাশ
৫৪ বন্টনকৃত খরচ আদায়

ষষ্ঠ ভাগ

দন্ড

৫৫। এই আইনের অধীনত প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা প্রদানের দন্ড
৫৬। ক্ষমতা বহির্ভুত বিঘ্ন সৃষ্টি ও উহাতে সহায়তার শাস্তিদন্ড
৫৭। বেড়িবাঁধ, ইত্যাদির ক্ষতি করার দন্ড
৫৮। নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও বেড়িবাঁধে গবাদিপশু চরানোর দন্ড
৫৯। বাধা অপসারণ ও ক্ষতির মেরামত

সপ্তম ভাগ

বিবিধ

৬০। সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি
৬১। আইনী কার্যক্রমের অভিশংসনের উপর বাধা-নিষেধ
৬২। আদেশের বিরুদ্ধে আপীল
৬৩। প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকদের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ
৬৪। সাধারণ নিয়ন্ত্রণ
৬৫। অপ্রয়োজনীয় ভূমির নিষ্পত্তি
৬৬। ডেপুটি কমিশনার ও প্রকৌশলীর ক্ষমতা অর্পণ
৬৭। সরকারের পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা
৬৮। সরকারী কর্মচারী
৬৯। এখতিয়ার
৭০। মামলা, আপীল এবং আবেদন করিবার উপর বাধা-নিষেধ

ধারা

৭১। সংরক্ষণ
৭২। দায়মুক্তি
৭৩। সরকারের বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা
৭৪। এই আইনের কার্যকারিতা হইতে অব্যাহতি

তফসিল ক

তফসিল খ

তফসিল গ

[মূল ইংরেজী পাঠ হইতে বাংলায় অনূদিত পাঠ]

(৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ পর্যন্ত সংশোধিত)

এমব্যাংকমেন্ট এন্ড ড্রেনেজ এ্যাক্ট, ১৯৫২

১৯৫৩ সালের ১ নং আইন

[৭ জানুয়ারী, ১৯৫৩]

বেড়িবাঁধ ও নিষ্কাশন সম্পর্কিত আইনসমূহের সমন্বয় সাধন এবং উন্নততর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে বেড়িবাঁধ ও পানির নিষ্কাশন পথ নির্মাণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং বন্যা, নদী ভাংগন বা পানি নিষ্কাশন দ্বারা সৃষ্ট অন্য কোন ক্ষতির হাত হইতে ভূমি রক্ষার নিমিত্ত উন্নততর বিধান প্রণয়নের জন্য আইন।

যেহেতু, বেড়িবাঁধ ও নিষ্কাশন সম্পর্কিত আইনসমূহের সমন্বয় সাধন এবং [১][বাংলাদেশ] এর ভৌগলিক সীমার মধ্যে উন্নততর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সৃষ্টি ও ভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে বেড়িবাঁধ ও পানি নিষ্কাশন পথ নির্মাণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং বন্যা, নদী ভাংগন বা পানি দ্বারা সৃষ্ট অন্য কোন ক্ষতির হাত হইতে ভূমি রক্ষার নিমিত্ত উন্নততর বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ—

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম** ।—(১) এই আইন এমব্যাংকমেন্ট এন্ড ড্রেনেজ এ্যাক্ট, ১৯৫২ নামে অভিহিত হইবে।

[২][(২) ইহা সমগ্র [১][বাংলাদেশ]- এ প্রযোজ্য হইবে।]

(৩) [৩][সরকার] সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে ইহা বলবৎ হইবে।

---

[১] ১৯৬৬ সালের ১৩ নং ইপি অধ্যাদেশবলে "ইস্ট বেঙ্গল" শব্দগুলির পরিবর্তে "ইস্ট পাকিস্তান" অতঃপর ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "বাংলাদেশ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[২] ১৯৬২ সালের ৭ নং ইপি অধ্যাদেশবলে মূল উপ-ধারা ২ এর পরিবর্তে বর্তমান ২ উপ-ধারা প্রতিস্থাপিত

[৩] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বাতিল হয়।

২। পূর্ববর্তী আইনসমূহ রহিতকরণ।— এই আইনের 'গ' তফসিলে উল্লেখিত আইনের মধ্যে উক্ত তফসিলের ৪ কলামে বর্ণিত অংশটুকু রহিত হইবে।

[১][৩। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(ক) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ [২][বাংলাদেশ] বিদ্যুৎ ও পানি ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৫৮ (১৯৫৮ সালের ১ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অধীন প্রতিষ্ঠিত [২][বাংলাদেশ] পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(খ) "ডেপুটি কমিশনার" অর্থ একটি জেলার রাজস্ব প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান কর্মকর্তা এবং [৩][সরকার] কর্তৃক এই আইনের অধীন ডেপুটি কমিশনারের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসার;

(গ) "বেড়িবাঁধ" অর্থে যে কোন ধরনের ভূমি হইতে পানি নিষ্কাশন বা উহাতে পানি সঞ্চয়ের জন্য নির্মিত ও ব্যবহৃত নদীর তীর, ড্যাম, ওয়াল, ডাইক প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হইবে, ইহা ছাড়া প্রত্যেক স্লুইস, স্পার, গ্রোয়েন, ট্রেনিং ওয়াল, বার্ম বা ইহাদের সহিত সংযুক্ত নির্মাণ কাজ বা ইহার অংশ বিশেষ বা কোন ভূমিকে নদীর তীর ভাংগন, পাবন, জোয়ার-ভাটা, ঢেউ, প্রভৃতির ক্ষতি হইতে রক্ষার নিমিত্ত নির্মিত এবং ব্যবহৃত যে কোন ধরণের বেড়িবাধ, ব্যাঙ্ক, ড্যাম, ডাইক, ওয়াল, গ্রোয়েন বা স্পার এবং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে নির্মিত ইমারতসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে জমির চার পাশের ও ভিতরের বিভক্তকারী আইল, চড়া বা যে কোন সরকারী ও ব্যক্তিগত রাস্তা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঘ) "প্রকৌশলী" অর্থ কর্তৃপক্ষের পানি উইং এর অধীন কোন বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলী বা এই আইনের অধীন প্রকৌশলীর কার্যাবলী পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত যে কোন প্রকৌশলী ;

(ঙ) "ভূমি" অর্থ ভূমি হইতে প্রাপ্ত লাভ এবং উহা হইতে উদ্ভূত সুবিধসমূহ এবং ভূমি সংলগ্ন দ্রব্যাদি বা ভূমি সংলগ্ন দ্রব্যাদির সহিত স্থায়ীভাবে সংযুক্ত যে কোন বস্তু;

(চ) "মালিক" অর্থ ঐ ভূমির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যাহার ঐ জমিতে অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ রহিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তির দখলে আছে বা যে ব্যক্তি অবিলম্বে দখলে যাইবে সেই ব্যক্তি এবং তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী হস্তান্তরগ্রহীতা এবং আইনানুগ প্রতিনিধি, কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে আদি, বর্গা বা ভাগের ভিত্তিতে যে কোন ব্যক্তি এই জমি চাষাবাদ করিলে তিনি মালিক বলিয়া পরিগণিত হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন কোন এলাকার উপকারের (benefit) স্বার্থে [৩][সরকার] বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত কোন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে যদি কোন জমি সম্পর্কে কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তিবদ্ধ হন তাহা হইলে সেই চুক্তির ধারা অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি জমির মালিক বলিয়া পরিগণিত হইবেন এবং ঐ জমি তাহার দখলে আছে বলিয়া গণ্য হইবে;

---

[১] ১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশবলে মূল ৩ ধারার পরিবর্তে বর্তমান ধারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "ইস্ট পাকিস্তান" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[৩] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত হয়।

(ছ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(জ) "সরকারী বেড়িবাঁধ" অর্থ [১][সরকার] বা কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পিত বা তাহাদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণকৃত বেড়িবাঁধ;

(ঝ) "সরকারী পানি নিষ্কাশন পথ" অর্থ সরকার বা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে বা দায়িত্বে ন্যস্ত পানি নিষ্কাশন পথ; এবং

(ঞ) "পানি নিষ্কাশন পথ" অর্থে পানি চলাচলের জন্য প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম নিষ্কাশন লাইন, জাঙ্গাল(weir), কালভার্ট, পাইপ বা অন্যান্য প্রণালী (channel) প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

৪। **সরকারী বেড়িবাঁধ, পানি নিষ্কাশন পথ, ইত্যাদি সরকার বা কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্তকরণ**।— [(১) [২][সরকার] বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এইরূপ প্রত্যেক বেড়িবাঁধ, পানি নিষ্কাশন পথ, বাঁধের পাদদেশের পথ এবং এইরূপ বেড়িবাঁধ বা পানি নিষ্কাশন পথের সহিত সংশ্লিষ্ট বা ইহার অংশ হিসাবে পরিগণিত বা ইহার উপর অবস্থিত সকল ভূমি, মাটি, পথ, গেট, বার্ম এবং ঝোপ, ক্ষেত্রমত, [৩][সরকার] বা কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত হইবে।]

(২) এই আইনের ক তফসিলে উল্লেখিত বেড়িবাঁধ এবং এই আইনের ৩৭ বা ৩৮ ধারার অধীন ঐ তফসিলে পুনঃরক্ষিত বা অন্তর্ভুক্ত হইবে এইরূপ প্রতিটি বেড়িবাঁধ বা পানি নিষ্কাশন পথ এবং পূর্বে উল্লিখিত প্রতিটি বেড়িবাঁধের পাদদেশের পথ [৪][সরকার] এর পক্ষে সংরক্ষিত হইবে এবং ৬৫ ধারার বিধান সাপেক্ষে অন্য সকল সরকারী বেড়িবাঁধ এবং পানি নিষ্কাশন পথ সেই সকল ব্যক্তিগণের পক্ষে [৪][সরকার] [৩][বা কর্তৃপক্ষ] কর্তৃক সংরক্ষিত হইবে, যাহারা ঐ বেড়িবাঁধ বা পানি নিষ্কাশন পথ দ্বারা সুরক্ষিত বা উপকৃত ভূমির সহিত সংশ্লিষ্ট এবং এইরূপ জমির জন্য গৃহীত সকল অর্থ , এইরূপ বেড়িবাঁধ ও পানি নিষ্কাশন পথের যথাক্রমে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য জমা রাখা হইবে।

[৩]৫। **মাটি সংগ্রহ, ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত জমি সরকার বা কর্তৃপক্ষের নিষ্পত্তির জন্য থাকা ও ইহার জরিপ**।—এই আইনে অন্য কোন বিধান না থাকলে, এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে উল্লেখিত সরকারী বেড়িবাঁধ, পানি নিষ্কাশন পথ বা বাঁধের পাদদেশের পথ মেরামতের নিমিত্ত মাটি বা অন্যান্য মালামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সকল প্লট বা খন্ড জমি বা চুক্তির মাধ্যমে এইরূপ জমির জন্য প্রতিস্থাপিত জমি, মাটি বা অন্য জিনিস ব্যবহার বা অপসারণের জন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ ব্যতীত সরকার বা এই উদ্দেশ্যে গঠিত কর্তৃপক্ষের নিষ্পত্তির জন্য থাকিবে বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ জমি বা জমির খন্ড প্রকৌশলী কর্তৃক জরিপ ও সীমানা নির্ধারণ করা হইবে।

৬। **প্রজ্ঞাপন**।—[৩][সরকার], সময়ে সময়ে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন ট্রাক্ট এর সীমানা ঘোষণা করিতে পারিবে, যাহার মধ্যে ৫৬(১) (খ) ধারার বিধান কার্যকর হইবে। উক্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশের পর প্রকৌশলী, যত শীঘ্র সম্ভব , প্রজ্ঞাপনের একটি অনুবাদ নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকাশের এক মাস পর উক্ত বিধান কার্যকর হইবে।

---

[১] ১৯৬২ সালের ৭ নং ই পি অধ্যাদেশবলে মূল ধারা ৪ এর পরিবর্তে বর্তমান ধারা প্রতিস্থাপিত।

[২] উক্ত ৭ নং ই পি অধ্যাদেশবলে "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরে "বা কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] উক্ত ৭ নং ই পি অধ্যাদেশবলে মূল ধারা ৫ এর পরিবর্তে বর্তমান ধারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত হয়।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রকৌশলীর ক্ষমতা

৭। **প্রকৌশলীর ক্ষমতা**।—তৃতীয় ভাগের বিধানাবলী সাপেক্ষে, যখন প্রকৌশলীর নিকট ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, নিম্নবর্ণিত যে কোন কাজ করা বা সম্পাদন করা প্রয়োজন (মেরামতের যে কোন কাজসহ), যথা ঃ—

(১) যে কোন বেড়িবাঁধ যাহা সরকারী বেড়িবাঁধসমূহকে সংযুক্ত করে বা উহাদের সহিত সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বেড়িবাঁধের সারির অংশ বিশেষ তৈরি করে বা পার্শ্ববর্তী এলাকার সুরক্ষা ও পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন বেড়িবাঁধ বা পানি নিষ্কাশন পথের দায়িত্ব [১][সরকার], [১][বা কর্তৃপক্ষ] কর্তৃক গ্রহণ করিতে হইবে বা উহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে;

(২) যে কোন বেড়িবাঁধ যাহা সরকারী বেড়িবাঁধসমূহকে সংযুক্ত করে বা উহাদের সহিত সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বেড়িবাঁধের সারির অংশ বিশেষ তৈরি করে, পার্শ্ববর্তী এলাকার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, উহা মেরামত করিতে হইবে;

(৩) কোন বেড়িবাঁধ বা যে কোন ধরণের প্রতিবন্ধক যাহা সরকারী বেড়িবাঁধের স্থায়িত্ব বা কোন শহর বা গ্রামের নিরাপত্তা বিপন্ন করে বা কোন পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে, সাধারণ নিষ্কাশন বা যে কোন ধরণের ভূমি হইতে বন্যার পানি সরিয়া যাওয়ার পথে পানি নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করিয়া সম্পদের ক্ষতি করিবার আশংকা থাকিলে, উহা অপসারণ বা পরিবর্তন করিতে হইবে;

(৪) কোন সরকারী বেড়িবাঁধের লাইন পরিবর্তন বা দৈর্ঘ্য বাড়াইতে হইবে, বা যে কোন সরকারী বেড়িবাঁধ নবায়ন করিতে হইবে, বা কোন সরকারী বেড়িবাঁধের স্থলে নূতন বেড়িবাঁধ তৈরি করিতে হইবে বা যে কোন ধরণের ভূমি রক্ষার জন্য, বা কোন পানি প্রবাহ পথের উন্নয়নের জন্য কোন বেড়িবাঁধ নির্মাণ করিতে হইবে,বা কোন সরকারী, বেড়িবাঁধে স্লুইস নির্মাণ করিতে হইবে;

(৫) জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, বা কোন গ্রাম বা আবাদী জমি রক্ষার জন্য কোন স্লুইস নির্মাণ বা পানি প্রবাহ পথ তৈরি বা পরিবর্তন করিতে হইবে;

(৬) যে কোন ভূমি হইতে পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোন রাস্তা পরিবর্তন করিতে হইবে, বা এইরূপ রাস্তার তলদেশ বা ভিতর দিয়া পানি নিষ্কাশন পথ তৈরি করিতে হইবে;

তবে তিনি এইরূপ কাজের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও বিবরণসহ খরচের একটি প্রাক্কলন তৈরি করিবেন বা করাইবেন। প্রচলিত বিধিমতে বা [১][সরকার] [১][বা কর্তৃপক্ষ] এর নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে আরোপযোগ্য সংস্থাপন ব্যয়ের অংশ ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। তিনি সংশ্লিষ্ট জেলার জরিপ মানচিত্র হইতে উল্লিখিত কাজের দ্বারা উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাব্য এলাকার সীমানাসহ একটি মানচিত্র তৈরি করিবেন বা করাইবেন এবং তিনি উক্ত কাজ সম্পাদন করাইবার বা করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া একটি সাধারণ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

---

[১] ১৯৬২ সালের ৭ নং ই পি অধ্যাদেশবলে "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরে "বা কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত হয়।

৮। **সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ও আপত্তি দাখিল**।—এইরূপ সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নির্ধারিত ফরমে হইবে, যাহাতে, যতদূর সম্ভব, প্রস্তাবিত কাজের দ্বারা যে সকল জমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে উহার বিস্তারিত বিবরণ ও উক্ত কাজ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য খরচের আনুপযোগ্য পরিমাণ উল্লেখ থাকিবে এবং ইহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকাশ করিতে হইবে। উল্লিখিত প্রাক্কলন, বিবরণ ও পরিকল্পনার একটি করিয়া কপি, পূর্বোক্ত মানচিত্রের একটি কপিসহ প্রকৌশলীর দপ্তরে রক্ষিত থাকিবে এবং যে কোন আগ্রহী ব্যক্তি কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। তিনি উহার কপি গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত কাজ সম্পাদনের বিপক্ষে আপত্তি, যদি থাকে, দাখিল করিতে পারিবেন।

৯। **আপত্তির শুনানি**।- প্রকৌশলী শুনানির জন্য নির্ধারিত দিনে বা শুনানি মুলতবি হইবার পরবর্তী যে কোন দিনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ রেডর্কপূর্বক আপত্তিটি তদন্ত (inquiry) ও উপস্থিত যে কোন ব্যক্তির আপত্তি সম্পর্কে শুনানি গ্রহণ করিবেন।

১০। **তদন্তের পর আদেশ**।—(১) এইরূপ তদন্ত সম্পাদনের পর, প্রকৌশলী নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন, যথা—

(ক) যদি তিনি মনে করেন যে, প্রস্তাবিত কাজ বা কর্ম বা ইহার কোন পরিবর্তন সম্পাদন বা বাস্তবায়ন করা উচিত নহে, বা

(খ) যদি তিনি মনে করেন যে, প্রস্তাবিত কাজ বা কর্ম বা ইহার কোন পরিবর্তন সম্পাদন বা বাস্তবায়ন করা উচিত তাহা হইলে তিনি এতৎসম্পর্কিত তাহার সিদ্ধান্ত রেকর্ড করিবেন এবং তিনি [১][কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালক] এর অধীন কর্মরত তাহার নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপধারা (১) এর (ক) বা (খ) দফার অধীন প্রকৌশলীর সিদ্ধান্ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঘোষণা করিতে হইবে।

১১। **প্রকৌশলীর আদেশের বিরুদ্ধে আপীল**।—১০ ধারার অধীন প্রকৌশলীর সিদ্ধান্তের কারণে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে [১][কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালক] এর অধীন সিদ্ধান্ত প্রদানকারী প্রকৌশলী কর্মরত তাহার নিকট আপীল করিতে পারিবেন। উক্ত সময় সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর [১][কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালক] প্রতিবেদন ও আপীল, যদি থাকে, বিবেচনা করিবেন এবং তিনি যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন সেইরূপে পুনঃতদন্ত অনুষ্ঠানপূর্বক তাহার সিদ্ধান্ত রেকর্ড করিয়া প্রকৌশলীর দাখিলকৃত প্রতিবেদন, তাহার মন্তব্য বা আপীল, যদি থাকে, ইহার উপর তাহার আদেশ সহকারে [৩][সরকার] [১][বা কর্তৃপক্ষ] এর বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবেন।

[৩][১২। **প্রাদেশিক সরকার বা কর্তৃপক্ষের আদেশ**।—এইরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর [৪][সরকার] [২][বা কর্তৃপক্ষ] উহা বিবেচনা করিবে এবং যেরূপ যথাযথ বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে। প্রস্তাবিত কাজ বা ইহার কোন পরিবর্তন সম্পাদন করা সম্পর্কিত প্রত্যেকটি আদেশ সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।]

---

[১] ১৯৬২ সালের ৭ নং ই পি অধ্যাদেশবলে ৯ ধারা অনুযায়ী "সেচ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী" শব্দগুলির পরিবর্তে "কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] উক্ত ৭ নং ই পি অধ্যাদেশবলে "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরে "বা কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] উক্ত ৭ নং ই পি অধ্যাদেশবলে ধারা ১১ দ্বারা বর্তমান ১২ ধারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত হয়।

[১][১৩। [২]সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পণযোগ্য বিশেষ ক্ষমতা।—এই ভাগে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, [২]সরকার বা কর্তৃপক্ষ ৭ ধারায় বর্ণিত কোন কাজ বা কর্ম সম্পর্কে বিশেষ আদেশ প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীকে তাহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা ব্যতিরেকে ৯ ধারার অধীন বর্ণিত তদন্ত সম্পাদনপূর্বক এইরূপ কোন কাজ বা কর্ম বা ইহার কোন পরিবর্তন সম্পাদন করা সম্পর্কে আদেশ প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে বা [২]সরকার বা কর্তৃপক্ষ ইহার অধীনস্থ প্রকল্প পরিচালককে তাহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা ব্যতিরেকে এইরূপ আদেশ দানের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষেত্রমত, [২]সরকার বা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ সকল আদেশ ৬৭ ধারা বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রদত্ত হইবে।]

১৪। **পানি নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টিকারী রাস্তা, ইত্যাদি পরিবর্তন।**—(১) যখনই ৭ ধারার দফা (৬) এর অধীন এইরূপ কোন আদেশ প্রদান করা হইয়া থাকিবে যে, কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন কোন রাস্তা, কোন জমির পানি নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করায় উহা পরিবর্তন করিতে বা এইরূপ রাস্তার নিচে বা ভিতর দিয়া পানি নিষ্কাশন পথ তৈরি করিতে হইবে, তখন প্রকৌশলী ঐ কর্তৃপক্ষকে উক্তরূপ পরিবর্তন বা পানি নিষ্কাশন পথ নির্মাণের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উক্ত অনুরোধ প্রতিপালন করিতে অপারগতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী প্রাদেশিক সরকার [২] [বা কর্তৃপক্ষ] এর কর্মকর্তাদের মাধ্যমে উক্ত রাস্তাটি পরিবর্তন সাধন বা পানি নিষ্কাশন পথ নির্মাণ করাইতে পারিবে।

(২) এইরূপ পরিবর্তন বা নির্মাণ কাজের খরচের সেই অংশটুকু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বহন করিবে, ঐ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ণিত রাস্তা প্রথমে নির্মাণ করিবার সময় অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখিবার জন্য তৎকালিন বিদ্যমান প্রাকৃতিকভাবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিতে বর্তমানে যতটুকু অতিরিক্ত খরচ করিতে হইতেছে এবং খরচের অবশিষ্ট অংশ যদি থাকে, এই আইনের বিধানের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া উপকৃত জমির মালিকদের উপর বর্তাইবে এবং তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে। যদি এই দফার অধীন খরচের বিভাজন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও উপকৃত মালিকদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে [২]সরকার [৩] বা কর্তৃপক্ষ] এই বিরোধ নিষ্পত্তি করিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। **স্লুইস, বাঁধ, পানি নিষ্কাশন পথ, ইত্যাদি নির্মাণের আবেদন।**—(১) (ক) যদি কোন ব্যক্তি পানি নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে কোন সরকারী বেড়িবাঁধে ব্রীজ, কালভার্ট, সাইফুন বা স্লুইস তৈরি করা প্রয়োজন মনে করেন ; বা

(খ) যদি কোন ব্যক্তি ৬ ধারার অধীন জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত কোন এলাকার অভ্যন্তরে নূতন কোন বেড়িবাঁধ নির্মাণ বা বর্তমান বেড়িবাঁধের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিকরণ, মেরামত বা অপসারণ বা কোন বেড়িবাঁধের লাইন পরিবর্তন বা কোন নূতন পানি নিষ্কাশন পথ তৈরি বা বন্ধকরণ বা গতিমুখ পরিবর্তন করা প্রয়োজন মনে করেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৌশলীর নিকট লিখিত আবেদন করিতে পারিবেন।

---

[১] ১৯৬২ সালের ৭ নং ই পি অধ্যাদেশবলে ধারা ১২ কে ১৩ ধারা প্রতিস্থাপিত।

[২] উক্ত অধ্যাদেশবলে "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরে "বা কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত হয়।

(২) আবেদনপত্রের সহিত প্রস্তাবিত কাজের দ্বারা উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ জমির বিস্তারিত বিবরণ থাকিবে যেন প্রকৌশলী প্রকল্প হইতে প্রাপ্য সুবিধাদি বিচার করিতে সমর্থ হন।

(৩) যদি প্রকৌশলীর নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকৃত কাজটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পাদন করা প্রয়োজন, তাহা হইলে প্রস্তাবিত কাজ সম্পর্কে এই আইনের ৭ ও তৎপরবর্তী ধারাসমূহে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

১৬। **বাড়িঘর, গাছপালা, ইত্যাদি অপসারণের ক্ষমতা**।—যখনই প্রকৌশলী এই অভিমত পোষণ করিবেন যে, কোন সরকারী বেড়িবাঁধ ও নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত যে কোন গাছপালা, বাড়িঘর, কুঁড়ে ঘর বা অন্যান্য ইমারত অপসারণ করা অত্যাবশ্যক বা বেড়িবাঁধের পাদদেশীয় পথ প্রশস্তকরণের জন্য বা নূতন বেড়িবাঁধের পাদদেশীয় পথ নির্মাণের জন্য জমির প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট [১][ডেপুটি কমিশনারের] নিকট এতৎসম্পর্কিত একটি রিপোর্ট প্রদান করিবেন। ইহার সহিত অপসারণযোগ্য গাছপালা, বাড়িঘর, কুঁড়ে ঘর বা অন্যান্য অট্টালিকা ও প্রয়োজনীয় জমির বিস্তারিত বর্ণনা থাকিবে। [১][ডেপুটি কমিশনার] ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (১৮৯৪ সালের ১ নং আইন) বা জনস্বার্থে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী এইরূপ গাছপালা, বাড়িঘর, কুঁড়ে ঘর বা অন্যান্য ইমারত বা জমির দখল গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তদুদ্দেশ্যে বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে উক্ত রিপোর্ট [২]সরকার [১][বা কর্তৃপক্ষ] এর নিকট প্রেরণ করিবে।

১৭। **সম্ভাব্য উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত জমি ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় অবস্থিত হইলে গৃহীত ব্যবস্থা**।—যদি এই আইনের অধীন সম্পাদনের জন্য প্রস্তাবিত কোন কাজ বা এইরূপ কাজ দ্বারা সম্ভাব্য উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত জমি [৩][কর্তৃপক্ষের পানি উইং এর অধীনস্থ বিভিন্ন বিভাগের যে কোন প্রকৌশলী], যাহার এখতিয়ারের মধ্যে ঐ কাজে বা জমির অংশ বিশেষ অবস্থিত, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের [৪][কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালক] এর নিকট এই বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষমতা চাহিয়া আবেদন করিতে পারিবেন। সার্কেলের [৪][কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালক] এর অন্যান্য সার্কেলের [কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালক] যাহাদের এখতিয়ারাধীন সীমানায় এইরূপ জমির অংশ বিশেষ অবস্থিত, অবহিত করিয়া আবেদনকারী প্রকৌশলীকে, যাহার বিভাগের অধীন এইরূপ জমির অংশ বিশেষ অবস্থিত সম্ভাব্য উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পূর্ণ জমি সম্পর্কেই এই আইনের অধীন সকল কার্যক্রম বা যে কোন কার্যক্রম চালাইয়া যাইবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

১৮। **মেরামত করিবার ক্ষমতা**।—প্রকৌশলী কোন সরকারী বেড়িবাঁধ বা সরকারী পানি নিষ্কাশন পথ বা এই আইন বা পূর্ববর্তী এই ধরণের যে কোন আইনের বিধানের অধীন সম্পাদিত বা গৃহীত অন্য যে কোন কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ও যথাযথ যে কোন মেরামত কাজসহ সকল কাজ সম্পাদন করিতে পারিবেন।

১৯। **অস্থায়ী বেড়িবাঁধ, রাস্তা বা পানি নিষ্কাশন পথ নির্মাণ**।—(১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সরকারী বেড়িবাঁধের উপর দিয়া একটি অস্থায়ী রাস্তা নির্মাণ বা উহার ভিতর দিয়া একটি অস্থায়ী পানি নিষ্কাশন পথ বা কোন বেড়িবাঁধ দিয়া নদীতে পানি নিষ্কাশন পথ নির্মাণ বা কোন বেড়িবাঁধ দিয়া পানি নিষ্কাশন পথে অস্থায়ী ভ্যাম নির্মাণ করা প্রয়োজন মনে করেন, সেক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক অনুরূপ কাজের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট আবেদন করিবেন।

---

[১] ১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশবলে "কালেক্টর" শব্দের পরিবর্তে "ডেপুটি কমিশনার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] উক্ত ৭ নং অধ্যাদেশবলে "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরে "বা কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[৩] উক্ত ৭ নং অধ্যাদেশবলে প্রতিস্থাপিত।

[৪] উক্ত ৭ নং অধ্যাদেশবলে "সেচ বিভাগসমূহ, যে কোন সেচ বিভাগের প্রকৌশলী" শব্দগুলির পরিবর্তে "কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৫] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত হয়।

(২) উক্ত প্রকৌশলী বা ব্যক্তি তাহার মতামতসহ আবেদনটি সংশ্লিষ্ট এলাকার [১][কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালক] এর নিকট প্রেরণ করিবেন এবং [১][কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালক] এর আদেশের জন্য অপেক্ষা করিবেন। যদি তিনি মনে করেন যে, কাজটি অনতিবিলম্বে সম্পাদন করিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি [১][কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালক] এর আদেশের জন্য অপেক্ষা না করিয়া কাজটি সম্পাদন করিবেন বা করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) এইরূপ রাস্তা তৈরি ও অপসারণ বা এইরূপ পানি নিষ্কাশন পথ বা ড্যাম তৈরিকরণ, বন্ধকরণ বা অপসারণের খরচ ও ইহার আনুষঙ্গিক খরচ নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর প্রাক্কলন অনুযায়ী আবেদনকারী কর্তৃক জমা প্রদানের পর [২][সরকার বা কর্তৃপক্ষ] এর কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তাবিত কাজটি সম্পাদিত হইবে। পরবর্তীতে যদি দেখা যায় যে, জমাকৃত অর্থের পরিমাণ কাজটি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অপেক্ষা অধিক, তাহা হইলে অতিরিক্ত অর্থ আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

২০। **স্লুইস খোলা ও বন্ধকরণ**—কেবল প্রকৌশলীর কোন সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি বা প্রকৌশলীর নিকট হইতে প্রাপ্ত সাধারণ বা বিশেষ আদেশে বা বেড়িবাঁধের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার অনুমতি মোতাবেক কোন সরকারী বেড়িবাঁধে নির্মিত স্লুইস খোলা ও বন্ধ করা যাইবে।

২১। **ভূমিতে প্রবেশ ও জরিপ করিবার ক্ষমতা**।—(১) এই আইনের অধীন যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রকৌশলী বা তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তি, যাহাকে তিনি লিখিতভাবে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, যে কোন জমিতে প্রবেশ, জরিপ করা, লেভেল গ্রহণ করা, ভূ-গর্ভ খনন বা ছিদ্র করা, সংশ্লিষ্ট জমি প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির সীমানা চিহ্নিত করিয়া এবং উহার উপর প্রস্তাবিত কাজের সম্ভাব্য লাইন প্রদান, চিহ্ন প্রদান এবং নালা কাটার মাধ্যমে এইরূপ লেভেল, সীমানা এবং লাইন চিহ্নিতকরণ এবং যদি সার্ভে কাজ সম্পন্ন করা ও লেভেল গ্রহণ করিতে অত্যাবশ্যক প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে যে কোন দন্ডায়মান ফসল , বেড় বা জংগলের অংশ বিশেষ কাটিয়া ফেলা বা পরিষ্কার করা আইন সম্মত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রকৌশলী বা এইরূপ ব্যক্তি, অনুরূপ কাজের ইচ্ছা জানাইয়া বাড়ির দখলদারকে অন্তত সাত দিন পূর্বে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান, ক্ষেত্রমত, দখলদারের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন ইমারত বা কোন বসতবাড়ির সহিত সংযুক্ত প্রাচীর ঘেরা আঙ্গিনায় বা বাগানে প্রবেশ করিবেন না।

(২) প্রকৌশলী বা তাহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি এইরূপ অনুপ্রবেশ করিবার সময় সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন এবং যদি ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের পর্যাপ্ততা নিয়া কোন বিরোধ সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ বিতর্কিত বিষয়টি [৩][ডেপুটি কমিশনার] এর নিকট প্রেরণ করিবেন এবং এতদ্বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

---

[১] ১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশবলে "সেচ বিভাগসমূহ, যে কোন সেচ বিভাগের প্রকৌশলী" শব্দগুলির পরিবর্তে "কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] ১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশবলে "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরে "বা কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[৩] ১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশবলে "কালেক্টর" শব্দের পরিবর্তে "ডেপুটি কমিশনার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত

[৪] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত হয়

২২। **জমি হইতে মাটি, ইত্যাদি নেওয়ার ক্ষমতা**।—যেক্ষেত্রে [১][সরকার [বা কর্তৃপক্ষ] কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণকৃত কোন বেড়িবাঁধ বা পানি নিষ্কাশন পথ বা বেড়িবাঁধ দ্বারা বেষ্টিত পাদ-পথ মেরামত করিবার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে প্রকৌশলী বা এতদুদ্দেশ্যে তাহার পক্ষে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির জন্য ৫ ধারায় বর্ণিত কোন জমিতে প্রবেশ করা, এইরূপ জমির মাটি বা অন্যান্য দ্রব্যের মালিকানা গ্রহণ, বরাদ্দকরণ এবং অপসারণ এবং এইরূপ মেরামতের কাজে উহাদের ব্যবহার করা আইন সম্মত হইবে।

২৩। **কৃষি কাজের জন্য অনুপযুক্ত হইয়া পড়া ভূমি**।—যেক্ষেত্রে উপরোক্ত কোন কার্যের কারণে এইরূপ কোন ভূমি স্থায়ীভাবে কৃষি কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, সেক্ষেত্রে ভূমির মালিকের নিকট হইতে এতৎসংক্রান্ত আবেদন পাওয়া সাপেক্ষে [২]সরকার ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (১৮৯৪ সালের ৩ নং আইন) বা জনস্বার্থে ব্যবহার করিবার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য আইনের বিধানাবলীর অধীন এইরূপ জমি অধিগ্রহণ করিবে।

তৃতীয় ভাগ

জীবন বা সম্পত্তির জন্য আসন্ন বিপদের ক্ষেত্রে কর্মপদ্ধতি

২৪। **জরুরী অবস্থার করণীয় কার্যাবলী**।—যদি প্রকৌশলী এই অভিমত পোষণ করেন যে, ৭ ধারায় বর্ণিত কোন কাজ বা কর্ম সম্পাদনে বিলম্ব ঘটিলে জীবন ও সম্পত্তির মারাত্মক বিপদ ঘটিতে পারে, তাহা হইলে তিনি এইরূপ কর্ম বা কাজ অবিলম্বে সম্পাদন করিবেন বা সম্পাদনের ব্যবস্থা করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী একটি মানচিত্রসহ এইরূপ কাজ বা কর্ম প্রাক্কলন, বিবরণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন বা করাইবেন এবং এইমর্মে একটি সাধারণ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন যে, বর্ণিত কর্ম বা কাজটি ইতঃমধ্যে শুরু করা হইয়াছে এবং অতঃপর এই আইনের দ্বিতীয় ভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম ও তদন্ত সম্পন্ন করা হইবে।

২৫। **ভূমি ইত্যাদি পুনরুদ্ধার**।—যখন এইরূপ সম্পাদিত কোন তদন্তের পর প্রচারিত চূড়ান্ত আদেশ অনুযায়ী ইহা স্থির হয় যে, পূর্ববর্তী সর্বশেষ ধারার অধীন প্রকৌশলী কর্তৃক সম্পাদিত কোন কাজ অপ্রয়োজনীয় ছিল, তখন এইরূপ কাজ সম্পাদনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি [১][সরকার [বা কর্তৃপক্ষ] এর নিকট হইতে আইনের অংশ ৪ এর বিধান অনুযায়ী নিরূপিত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ পাইবেন এবং এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে এতৎসম্পর্কিত কোন আবেদন প্রকৌশলী কর্তৃক গৃহীত হইলে সংশ্লিষ্ট জমি বা বেড়িবাঁধ বা নিষ্কাশনের যতটুকু অংশ অপ্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হইবে ততটুকু [১]সরকার [বা কর্তৃপক্ষ] এর খরচে, যতদূর সম্ভব,প্রকৌশলী কর্তৃক এই আইনের ভাগের বিধানের অধীন সম্পাদিত কাজের শুরুতে যে অবস্থায় ছিল, প্রায় সেই অবস্থায় রূপান্তরিত করিতে হইবে।

---

[১] ১৯৬২ সালের ৭ নং ই পি অধ্যাদেশবলে "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরে "বা কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।
[২] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত হয়

[১][২৬। **কর্তৃপক্ষের পানি উইং এর অধীনস্থ বিভিন্ন বিভাগের জমির ক্ষেত্রে কর্মপদ্ধতি**।—যদি এই ভাগের অধীন সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত কোন কাজের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতির সম্মুখীন কোন জমি অংশ বিশেষ কর্তৃপক্ষের পানি উইং এর অধীনস্থ বিভিন্ন বিভাগের আওতায় পড়ে, তাহা হইলে যে প্রকৌশলী কাজটি সম্পাদন করাইবেন তিনি যখন উহা শুরু করিবেন তখন কর্তৃপক্ষের এইরূপ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলীকে এই মর্মে একটি নোটিশ প্রদান করিবেন এবং কাজটি সহিত সকল কাজ ও খরচের ক্ষেত্রে ১৭ ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।]

চতুর্থ ভাগ

ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ

২৭। **ভূমি অধিগ্রহণ**।—যখন এই আইনের অধীন কার্যক্রম পরিচালনার সময়, বিধান থাকা সত্ত্বেও, যে কোন উদ্দেশ্যপূরণকল্পে ভূমির প্রয়োজন হয়, তখন অনতিবিলম্বে ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪(১৮৯৪ সালের ১নং আইন) বা জনস্বার্থে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী উক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে।

২৮। **ক্ষয়-ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ**।—৫ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রকৌশলী কর্তৃক চাহিদাকৃত বা গৃহীত ভূমি ব্যতীত অন্য ভূমি বা মৎস্য চাষের অধিকার, পানি নিষ্কাশনের অধিকার, পানি ব্যবহারের অধিকার বা সম্পত্তির অন্য কোন অধিকার এই আইনের বিধান বা এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোন কর্ম বা কাজ সম্পাদনের কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তির উপর এইরূপ সম্পত্তি বা অধিকার অর্পিত হয়, তিনি সংশ্লিষ্ট [২][ডেপুটি কমিশনার] এর নিকট আবেদনপত্রের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোনও কাজের জন্য আবেদন করা হইলে এবং উহা প্রত্যাখাত হইলে, এই ধারার অধীন ক্ষতিপূরণের দাবী হিসাবে গণ্য করা যাইবে না।

২৯। **ক্ষতিপূরণের দাবীর সময়সীমা**।—পূর্ববর্তী সর্বশেষ ধারার অধীন যে কাজের জন্য এইরূপ অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল উহা সম্পন্ন হওয়ার অব্যবহিত দুই বৎসর পরে দাখিলকৃত কোন ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৩০। **ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি**।—এইরূপ দাবী পেশ করা হইলে প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, যদি থাকে, এবং ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য ব্যক্তিকে শনাক্তকরণ, যতদূর সম্ভব, ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (১৮৯৪ সালের ১নং আইন) অথবা জনস্বার্থে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান অনুযায়ী করা হইবে।

৩১। **ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য ও অবিবেচ্য বিষয়**।—ক্ষতিপূরণ প্রদানযোগ্য কিনা এবং প্রদানযোগ্য হইলে উহার পরিমাণ কত হইবে উহা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যদি বিষয়টি বিচারক, এসেসর বা সালিশকারকের নিকট প্রেরণ করা হয় তাহা হইলে বিচারক ও এসেসর বা সালিশকারক—

---

[১] ১৯৬২ সালের ৭ নং ই পি অধ্যাদেশবলে মূল ধারা ২৬ এর পরিবর্তে বর্তমান ২৬ ধারার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২] উক্ত ৭ নং অধ্যাদেশবলে "কালেক্টর" শব্দের পরিবর্তে "ডেপুটি কমিশনার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

(আ) সম্পত্তি বা অধিকারের মারাত্মক ক্ষতিকারক এইরূপ কাজ বা কর্মের জন্য দাবীদার কর্তৃক উথাপিত ক্ষতি,

(ই) কাজ বা কর্ম সম্পাদন বা বাস্তবায়নকালে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি বা অধিকারের বাজার দর অনুযায়ী হ্রাস, এবং

(ঈ) যে কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইয়াছে উহা হইতে বা উহার সহিত সংযুক্ত কোন কাজ হইতে কোন ব্যক্তি উপকৃত হইলে বা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে আবেদনকারীর অনুকূলে ডিক্রি প্রদানকালে ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিপরীতে, উক্ত উপকারের প্রাক্কলন মূল্য যদি থাকে, বিবেচনা করিবে। তবে

(খ) নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন না—

(অ) কোন কাজ বা কর্ম সম্পাদন বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থার মাত্রা (degree of emergency), এবং

(আ) দাবীদার কর্তৃক দাবীকৃত কোন ক্ষতি কোন বেসরকারী ব্যক্তি দ্বারা করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে মামলায় ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচনা করা হইত না।

৩২। **জরুরী অবস্থায় ভূমি অধিগ্রহণ**।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ২৪ ধারার বিধান অনুসারে কোন কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কোন ভূমি অধিগ্রহণ বা ভূমি হইতে মাটি লইবার প্রয়োজন হইলে বা ১৮ ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে ক্ষেত্রে [১][ডেপুটি কমিশনার] এই অভিমত পোষণ করেন যে, ২৭ ধারার বিধান অনুসারে এই ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণে বিলম্ব হইলে সেই ক্ষেত্রে জমিটি, যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার মধ্যে সুবিধাজনক স্থানসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে তিনি এতদসংক্রান্ত একটি ঘোষণা জারি করিবেন এবং উক্ত ভূমি, ক্ষতিপূরণের দাবী সাপেক্ষে, সকল স্বত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিরঙ্কুশভাবে [২][সরকার বা কর্তৃপক্ষের অধীনে ন্যস্ত হইবে এবং [২][সরকার [৩][বা কর্তৃপক্ষ]] এর নিকট অর্পিত হইবার সাথে সাথে [১][ডেপুটি কমিশনার] এই জমির প্রকৃত দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৩৩। **জরুরী অবস্থায় অধিগৃহীত ভূমির ক্ষতিপূরণের দাবী**।—পূর্ববর্তী ধারার বিধানের অধীন কোন জমি [২][সরকার [৩][বা কর্তৃপক্ষ]] এর অধীন ন্যস্ত হইলে সংশ্লিষ্ট [১][ডেপুটি কমিশনার] এইরূপ অর্পিত ভূমিতে বা তাহার নিকটে সুবিধাজনক জায়গাসমূহে নির্ধারিত ফর্মে এই মর্মে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন যে, [২][সরকার [৩][বা কর্তৃপক্ষ]] ঐ ভূমির দখল গ্রহণ করিবে এবং ঐ জায়গার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে ক্ষতিপূরণের দাবী তাহার নিকট দাখিল করিতে হইবে।

---

[১] ১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশবলে "কালেক্টর" শব্দের পরিবর্তে "ডেপুটি কমিশনার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] উক্ত ৭ নং অধ্যাদেশবলে "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরে "বা কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[৩] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত হয়।

৩৪। **বিশেষ নোটিশ প্রদান**।—[১][ডেপুটি কমিশনার] একই বিষয়ে উক্ত ভূমির দখলদারকে (যদি থাকে) বা জানামতে বা বিশ্বাসমতে ঐ জমির সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলকে বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে কাজ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত ব্যক্তিগণকেও যাহারা এই জমিটি যে রাজস্ব জেলায় অবস্থিত তাহার মধ্যে বসবাস করেন বা তাহাদের পক্ষে নোটিশ গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি রহিয়াছেন, তাহাদিগকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

৩৫। **জরুরী ভিত্তিতে অধিগৃহীত ভূমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ**।—এইরূপ নোটিশ প্রদানের পর ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (১৮৯৪ সালের ১ নম্বর আইন) বা আপাততঃ বলবৎ জনস্বার্থে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত অন্য যে কোন আইনের বিধানাবলী অনুসারে অধিগৃহীত ভূমির বিনিময়ে পরিশোধযোগ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

পঞ্চম ভাগ

কাজের খরচ, কার্যধারা, ইত্যাদি

১। খরচ নির্ধারণ

৩৬। **'ক' তফসিলের বেড়িবাঁধ**।—(১) ৩৯ ধারার বিধানাবলী এবং এই ভাগের পরবর্তী অবশিষ্ট ধারাসমূহের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না—

(ক) এই আইনের 'ক' তফসিলে উল্লেখিত যে কোন বেড়িবাঁধের ক্ষেত্রে; বা

(খ) ৩৭ ধারার শর্তের অধীন পুনর্বহালকৃত বা ৩৮ ধারার অধীন তফসিলে অন্তর্ভুক্ত যতদুর সম্ভব ১৫ বা ১৯ ধারার বিধানের অধীন তৎসম্পর্কিত বা যে কাজ বা মেরামত কাজ করিতে হইবে, সেই কাজ ব্যতীত যে কোন কাজ বা বেড়িবাঁধ বা পানি নিষ্কাশন পথ; বা

(গ) এইরূপ বেড়িবাঁধ ব্যতীত এই আইন বলবৎ হইবার সময়ে উক্ত তফসিলে বর্ণিত বেড়ি বাঁধ দ্বারা সংরক্ষিত ভূমি সংরক্ষণের জন্য নির্মিত নূতন এইরূপ বেড়িবাঁধের যে কোনটির ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত তফসিলের সুরক্ষিত অংশ দ্বারা ভূমি সংরক্ষিত না হওয়ায় উক্ত নির্মিত বেড়িবাঁধ দ্বারা উহা সংরক্ষিত হইতে পারে।

(২) ধারা ১৫ ও ১৯ এর বিধানাবলীর অধীন ব্যতীত, পূর্বোক্ত তফসিলের অন্তর্ভুক্ত বেড়িবাঁধ বা পানি নিষ্কাশন পথ বা তৎসংক্রান্ত যে কোন কাজ বা মেরামত সম্পর্কিত প্রদেয় সকল খরচ সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হইবে।

৩৭। **'ক' তফসিল হইতে বাদ**।—[২] সরকার যথাযথ তদন্ত অনুষ্ঠানের পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, জনস্বার্থে 'ক' তফসিলে বর্ণিত কোন বেড়িবাঁধ বা পরবর্তী ধারার বিধান অনুসারে উহাতে অন্তর্ভুক্ত বেড়িবাঁধ বা পানি নিষ্কাশন পথ উক্ত তালিকায় রাখা নিষ্প্রয়োজন, তাহা হইলে [২] সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বর্ণিত তফসিল হইতে উহা বাদ দিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তীকালে প্রয়োজন মনে করিলে উহা পূর্বোক্ত তালিকায় পুনর্বহাল করিতে পারিবে।

---

[১] ১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশস্থলে "কালেক্টর" শব্দের পরিবর্তে "ডেপুটি কমিশনার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত হয়।

৩৮। **'ক' তফসিলে সংযোজন**।—[১][সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারে যে, 'ক' তফসিলে অন্তর্ভুক্ত নহে এমন বেড়িবাঁধ বা পানি নিষ্কাশন পথ উহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৯। **প্রাক্কলন ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ প্রস্তুতি**।—তৃতীয় ভাগ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে ১৮ ধারার অধীন প্রকৌশলী কোন মেরামতের কাজ বাস্তবায়ন বা নূতন কাজ ব্যতীত অন্য কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে উহার প্রাক্কলন, সুনির্দিষ্ট বিবরণ, পরিকল্প প্রণয়ন করিবেন এবং ৭ ও ৮ ধারা অনুসারে জনগণের পরিদর্শনের জন্য প্রকৌশলীর অফিসে জমা রাখিতে হইবে, তিনি এইরূপ মেরামত কাজ বা কাজের জন্য [২][সরকার [বা কর্তৃপক্ষ] কর্তৃক নির্দেশিত মতে সংস্থাপন খরচের আনুপাতিক হার অন্তর্ভুক্ত করিয়া সম্ভাব্য মোট খরচের প্রাক্কলন ও সুনির্দিষ্ট বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।

৪০। **পুনরায় প্রাক্কলন ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ প্রণয়ন**।—যখন ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, কোন কাজের (নূতন কাজসহ) বিপরীতে সম্ভাব্য প্রকৃত খরচ ঐ কাজের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন ইহার এক দশমাংশ পরিমাণের বেশি হইবে, প্রকৌশলী অবিলম্বে পুনরায় প্রাক্কলন ও প্রয়োজনীয় নূতন সুনির্দিষ্ট বিবরণ প্রস্তুত করিবেন।

৪১। **প্রাক্কলন, ইত্যাদির সাধারণ পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা**।—পূর্ববর্তী দুইটি ধারার অধীন প্রণীত সকল বিবরণ ও প্রাক্কলন, উহার বঙ্গানুবাদসহ প্রকৌশলীর দপ্তরে মওজুদ রাখিতে হইবে। এইরূপ কাজ এবং মেরামত কাজে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি এই বিবরণ ও প্রাক্কলন পরীক্ষা করিতে এবং উহার অনুলিপি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪২। **প্রাক্কলন, ইত্যাদির সাধারণ প্রাপ্তির সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার ও আপত্তি**।—এইরূপ যে কোন প্রাক্কলন এবং বিবরণ সম্পর্কে নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে, এবং এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত কাজ বা মেরামত কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এমন সকল ভূমির বিবরণ থাকিবে। এইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ বিবরণ প্রাক্কলন সম্পর্কে কোন আপত্তি দাখিল করিলে প্রকৌশলীর নিকট যেরূপ যুক্তিযুক্ত ও যথাযথ বিবেচিত হয় সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

৪৩। **হিসাব ও প্রকৌশলীর সনদপত্র প্রস্তুত**।—কোন কাজ বা মেরামত কাজ সমাপ্ত হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, প্রকৌশলী উক্ত কাজ বা মেরামত সম্পন্ন করিতে প্রয়োজনীয় প্রকৃত খরচের হিসাব তৈরি করিবেন। এই ধারা ও পরবর্তী ধারাসমূহের অধীন প্রকৃত খরচের কোন অংশ পৃথকভাবে বিবেচনাযোগ্য হইলে তাহার হিসাব প্রস্তুত করিবেন এবং উহা [৩][ডেপুটি কমিশনার] এর নিকট প্রেরণ করিবেন।

এইরূপ সকল খরচের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া, প্রকৌশলী সনদপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, এবং উহাতে বর্ণিত কাজের বা মেরামত কাজের দ্বারা যে সকল ভূমি উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ঐগুলির সীমানা চিহ্নিত করণ, এবং এইরূপ চিহ্নিত জমির বা ইহার অংশ বিশেষ কী ভাবে ও কী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাও সাধারণভাবে উল্লেখ থাকিবে।

[২] [ডেপুটি কমিশনার] কর্তৃক ৪৯ ধারার অধীন খরচকৃত অর্থ বিভাজন বা বণ্টন করিয়া আদেশ জারীর পূর্বে যে কোন সময় উক্ত সনদপত্র সংশোধন করা যাইবে।

---

[১] ১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশবলে "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরে "বা কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[২] উক্ত ৭ নং অধ্যাদেশবলে "কালেক্টর" শব্দের পরিবর্তে "ডেপুটি কমিশনার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত হয়।

এইরূপ সনদপত্র বা সংশোধিত সনদপত্র পাওয়ার পর [1][ডেপুটি কমিশনার] ঐ কাজ বা মেরামত কাজের দ্বারা উপকৃত বা সংরক্ষিত ভূমির একটি বিবরণী প্রস্তুত করাইবেন, এবং এই আইনে অন্য কিছু না থাকিলে, উক্ত অর্থ এইরূপ উপকৃত ও সংরক্ষিত ভূমির মালিকদের নিকট হইতে বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হইবে।

উক্ত হিসাব, সনদপত্র ও বিবরণীর অনুলিপি [1][ডেপুটি কমিশনার] এর দপ্তরে জমা থাকিবে এবং যে কোন আগ্রহী ব্যক্তি উহা পরীক্ষা ও উহার অনুলিপি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪৪। **হিসাব ও আপত্তি গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি জারি।**—এইরূপ হিসাব, সনদপত্র ও বিবরণী ডেপুটি কমিশনারের অফিসে প্রাপ্তি ও জমা থাকিবার বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি জারি করিতে হইবে।

যদি এইরূপ বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে কোন আগ্রহী ব্যক্তি হিসাবের উপর এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করে যে, বর্ণিত কাজের জন্য যে খরচ দেখানো হইয়াছে উহা আদৌ সম্পাদন করা হয় নাই বা সম্পূর্ণ অর্থ খরচ করা হয় নাই বা খরচের হার যাহা দেখানো হইয়াছে তাহা প্রাক্কলনে উল্লিখিত হার অপেক্ষা অধিক তাহা হইলে [1][ডেপুটি কমিশনার] এইরূপ আপত্তি তদন্ত করিবেন এবং অতঃপর তাহার নিকট যেরূপ যুক্তিযুক্ত ও যথাযথ মনে হয় সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

৪৫। **পরিশোধযোগ্য সর্বমোট অর্থ।**—[1][ডেপুটি কমিশনার] বর্ণিত সনদপত্রে উল্লেখিত অর্থের সহিত বর্ণিত কাজ বা মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য যাহাই হউক না কেন তাহা ক্ষতিপূরণ, কাজের খরচ বা ইহার আনুষঙ্গিক খরচ বা এই আইনের কোন বিধানের অধীন গৃহীত বা গ্রহণের জন্য নির্দেশিত কোন কার্যক্রমের জন্য অতঃপর ১৪ ও ১৯ ধারার অধীন সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে খরচের পরিমাণ এবং যাহাদের দ্বারা উহা পরিশোধযোগ্য তাহা এবং অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে যে ভূমির বিপরীতে উহা পরিশোধযোগ্য উহা উল্লেখ করিয়া একটি আদেশ জারি করিবেন।

যদি ১৪ ও ১৯ ধারার অধীন সম্পাদিত কাজের জন্য আদেশ জারি করা হইয়া থাকে তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি উহা পরিশোধের জন্য দায়ী তাহাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায় অতঃপর বর্ণিত বিধান অনুযায়ী [1][ডেপুটি কমিশনার] ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিশোধকৃত যে কোন অংকের উপর উহা পরিশোধের তারিখ হইতে শতকরা পাঁচ টাকা হারে বা [4]সরকার [2][বা কর্তৃপক্ষ] কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বার্ষিক শতকরা অনধিক পাঁচ টাকা হারে সুদ ধার্য করা যাইবে।

২। খরচ, বন্টন ও উহা আদায়ের দায়

৪৬। **পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তিগণ।**—৪৫ ধারার অধীন পরিশোধযোগ্য সম্পূর্ণ অর্থ, এই আইনে যতটুকু সংরক্ষিত হয়, বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক স্থিরীকৃত অনূর্ধ্ব বিশ বৎসরের মধ্যে সম্পাদিত মেরামত কাজ বা কাজের দ্বারা উপকৃত বা সংরক্ষিত ভূমির মালিকগণ কর্তৃক এবং [3][৩ ধারার অনুচ্ছেদ (চ)] এর বিধান অনুযায়ী মালিক বলিয়া পরিগণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক [1][ডেপুটি কমিশনার] কে পরিশোধ করিতে হইবে।

---

[1] ১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশবলে "কালেক্টর" শব্দের পরিবর্তে "ডেপুটি কমিশনার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[2] উক্ত ৭ নং অধ্যাদেশবলে "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরে "বা কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[3] ১৯৬৬ সালের ১৩ নং অধ্যাদেশবলে "৩ ধারার দফা ৫" এর পরিবর্তে "৩ ধারার অনুচ্ছেদ (চ)" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[4] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত হয়।

৪৭। **খরচ বন্টনের পূর্বে নোটিশ**।—উপর্যুক্ত বর্ণনামতে সম্পূর্ণ পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ নিশ্চিত হইবা মাত্র [১][ডেপুটি কমিশনার] নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত সম্পূর্ণ অর্থের যে অংশ বিশেষ যে ভূমির বিপরীতে পরিশোধের জন্য ধার্যকৃত, উহা বিস্তারিত বিবরণসহ সাধারণ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন। ইহা ছাড়া [১][ডেপুটি কমিশনার] একই বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভূমির মালিকদের নিকট বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন। এইরূপ বিজ্ঞপ্তিতে ইহাও জানাইতে হইবে যে, ইহাতে উল্লেখিত তারিখে ও স্থানে একটি তদন্ত অনুষ্ঠিত হইবে, যাহাতে সুদসহ উপর্যুক্ত সম্পূর্ণ অর্থ বা বন্টনের খরচ এইরূপ মালিকগণের মধ্যে বন্টন করা হইবে।

৪৮। **তদন্ত**।—(১) এইরূপ যে কোন তদন্তে [১][ডেপুটি কমিশনার]—

(ক) যে কোন ব্যক্তির আপত্তি শ্রবণ করিবেন, যিনি উপস্থিত হইয়া দাবী করিবেন যে—

(অ) তাহার ভূমি বা ইহার অংশ বিশেষ উপকৃত হয় নাই, বা

(আ) যে ভূমি বা তাহার নামে দেখানো হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিক তিনি নহেন, এবং

(খ) যে সকল ব্যক্তি দাবীনামা পেশ করিবেন তাহাদের বা এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যে কোন জমির মালিক হইতে আগ্রহী কোন পক্ষ কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের নাম লিখিতভাবে গ্রহণ করিবেন।

(২) পূর্ববর্তী উপ-ধারার (খ) দফায় উল্লিখিত কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে [১][ডেপুটি কমিশনার] নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইহাতে উল্লিখিত তারিখে ও স্থানে উপস্থিত হইবার আহ্বান জানাইয়া একটি বিজ্ঞপ্তি জারি ও বিলি করিবেন এবং প্রস্তাবিত বন্টন আদেশে তাহার অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে তাহাকে কারণ দর্শাইতে বলিবেন এবং এই তারিখ পর্যন্ত তদন্ত মুলতবি রাখিবেন।

৪৯। **ভূমির মালিকদের মধ্যে খরচ বন্টন**।—এইরূপ বা পরবর্তীতে মুলতবি তদন্তে ডেপুটি কমিশনার পরিশোধযোগ্য সম্পূর্ণ অর্থ সংশ্লিষ্ট মালিকগণের উপর ধার্য করিবেন এবং তাহাদের মধ্যে উক্ত খরচ বন্টন করিয়া দিবেন,—

(ক) এইরূপ মেরামত কাজ বা কাজ দ্বারা সংশ্লিষ্ট যে ভূমি যতটুকু উপকৃত হইয়াছে-তাহার আনুপাতিক হার অনুযায়ী, বা

(খ) ইহার দ্বারা উপকৃত বা সংরক্ষিত ভূমির পরিমাণের অনুপাতে।

৫০। **বন্টনকৃত অর্থ পরিশোধ**।—অব্যবহিত পূর্ববর্তী ধারার অধীন ধার্যকৃত ও বন্টনকৃত অর্থ বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক নির্দেশিত দিনগুলিতে সমান কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন এক বৎসরে চারটির বেশি কিস্তি পরিশোধযোগ্য হইবে না।

---

[১]১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশবলে "কালেক্টর" শব্দের পরিবর্তে "ডেপুটি কমিশনার" শব্দগুলির প্রতিস্থাপিত।

৫১। **বণ্টনকৃত অর্থের উপর পরিশোধযোগ্য সুদ**।—বণ্টনের তারিখ হইতে বণ্টনকৃত অর্থের উপর ইহা হইতে সময় সময় পরিশোধকৃত কিস্তির অর্থ বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থের উপর সুদ ধার্য করা হইবে। এইরূপ ধার্যকৃত সুদের হার শতকরা পাঁচ টাকা বা [১][সরকার [২][বা কর্তৃপক্ষ] কর্তৃক, সময় সময়,ধার্যকৃত অনধিক শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা হইবে।

৫২। **অতিরিক্ত খরচ বণ্টন**।—উল্লিখিত বর্ণনামতে যে কোন কাজ বা মেরামত কাজের খরচ বণ্টন করিবার পর যদি দেখা যায় যে, ইতঃপূর্বে পরিশোধকৃত বা উক্ত কাজের বা মেরামত কাজের বিপরীতে পরিশোধযোগ্য কোন খরচ উক্ত বণ্টনের সময় ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, উহা ক্ষতিপূরণ বা অন্য যাহাই হউক না কেন, তাহা হইলে [৩][ডেপুটি কমিশনার] এই অংশে বর্ণিত পদ্ধতিতে এইরূপ অতিরিক্ত খরচ বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন।

৫৩। **খরচ বণ্টনের চূড়ান্ত আদেশ এবং উহা প্রকাশ**।—(১) এই আইনে অধীন যে কোন খরচ ধার্য বা বণ্টন সম্পন্ন হইবার পর [৩][ডেপুটি কমিশনার] নিম্নরূপ বিবরণসহ একটি আদেশ জারি করিবেন—

(ক) ধার্যকৃত ও বণ্টনকৃত অর্থ যে সকল ভূমির বিপরীতে পরিশোধযোগ্য উহাদের বিবরণ;

(খ) এইরূপ অর্থের প্রতিকিস্তিতে পরিশোধযোগ্য পরিমাণের বিবরণ; এবং

(গ) যে সকল তারিখে উক্ত অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে উহার বিবরণ।

(২) [৩][ডেপুটি কমিশনার] সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে এইরূপ আদেশ প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

৫৪। **বণ্টনকৃত খরচ আদায়**।—যদি উল্লিখিত আদেশ অনুযায়ী [৩][ডেপুটি কমিশনার] পরিশোধযোগ্য কোন অর্থ বা ইহার কোন কিস্তি পরিশোধ করা না হয়, তাহা হইলে [৪]পাবলিক ডিমান্ড রিকোভারি এ্যাক্ট, ১৯১৩ (১৯১৩ সালের ৩ নং আইন) বা আপাততঃ বলবৎ অনুরূপ কোন আইনের বিধানের অধীন সরকারী পাওনা হিসাবে ইহার সুদসহ আদায় করা যাইবে। এইরূপ যে কোন অর্থ যে ভূমির বিপরীতে বণ্টন করা হইয়াছে, উহার মধ্যে ৩(১) ধারার বিধান অনুযায়ী যেই সকল ভূমির মালিক হিসাবে কোন ব্যক্তি গণ্য হইয়াছে, সেইগুলি বাদে অন্য ভূমির দায়-দেনা হিসাবে গণ্য হইবে। এইরূপ ভূমি হস্তান্তর করিয়া এই দায়-দেনা এড়ানো যাইবে না।

ষষ্ঠ ভাগ

দন্ড

৫৫। **এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা প্রদানের দন্ড**।—এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে কোন বেড়িবাঁধ,বাড়ীঘর, কুঁড়েঘর বা অন্য ইমারত অপসারণ বা সমতল করণে বা এই আইনের দ্বারা অর্পিত যে কোন ক্ষমতার আইনানুগ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা সৃষ্টি করিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন ধরণের কারাদন্ড বা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

---

[১] ১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশবলে "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরে "বা কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[২] ১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশবলে "কালেক্টর" শব্দের পরিবর্তে "ডেপুটি কমিশনার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] ১৯৭২ সালের ৪৮ নং আইনবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত হয়।

[৪] উক্ত আইনবলে "ইস্ট বেঙ্গল" শব্দগুলি বিলুপ্ত হয়।

৫৬। **ক্ষমতা বহির্ভূত বিঘ্নসৃষ্টি ও উহাতে সহায়তার দন্ড**।—(১) যে কোন ব্যক্তি,—

(ক) প্রকৌশলীর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন নূতন বেড়িবাঁধ নির্মাণ করেন বা করান বা ইচ্ছাকৃতভাবে নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন বা কোন বিদ্যমান বেড়িবাঁধ বর্ধিত করেন বা কোন পানি নিষ্কাশন পথে বাধা সৃষ্টি করেন বা উহার গতি পরিবর্তন করেন বা করান বা ইচ্ছাকৃতভাবে ইহা করিবার অনুমতি প্রদান করেন এবং যদি এইরূপ কার্য কোন সরকারী বেড়িবাঁধের বা সরকারী পানি নিষ্কাশন পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে বা বিঘ্নের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি বা নিষ্ক্রিয় করে ;

(খ) প্রকৌশলীর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে, ৬ ধারার অধীন কোন নিষেধাজ্ঞামূলক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত ট্রাক্টের সীমার মধ্যে কোন নূতন বেড়িবাঁধ নির্মাণ করেন বা করান বা ইচ্ছাকৃতভাবে নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন বা কোন বিদ্যমান বেড়িবাঁধ বর্ধিত করেন বা কোন পানি নিষ্কাশন পথে বাধা সৃষ্টি করেন বা উহার গতি পরিবর্তন করেন বা করান বা ইচ্ছাকৃতভাবে ইহা করার অনুমতি প্রদান করেন; এবং

(গ) (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত কাজে সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন বা উহা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে অনধিক ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) এই ধারায় কোন বেড়িবাঁধের ভাঙ্গন বা কর্তিত অংশ মেরামত বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি উক্ত ভাঙ্গন বা কর্তন সংঘটনের অব্যবহিত পূর্বে বেড়িবাঁধটি যে পরিমাপে বিদ্যমান ছিল, তাহা পুনরুদ্ধারকল্পে বর্ণিত মেরামত কাজ করা হইয়া থাকে, তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) প্রকৌশলীর নির্দেশ অনুযায়ী এইরূপ কর্তন করা হয় নাই ;

(খ) ভাঙ্গন সৃষ্টি বা কর্তন করার পর এক বৎসরের মধ্যে এইরূপ মেরামত কাজ করা হয়, যদি উক্ত সময়-সীমার মধ্যে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা একান্তই সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ করার জন্য প্রকৌশলীর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে ;

(গ) এইরূপ ভাঙ্গন বা কর্তন একটি শূন্যস্থান সৃষ্টি করে বা যদি উহা মেরামত করা না হয় তাহা হইলে কোন বিদ্যমান বেড়িবাঁধের দুই অংশের মধ্যে একটি শূন্যস্থান সৃষ্টি করে, যাহা ভাঙ্গন বা কর্তন করার পূর্বে অব্যবহৃত ছিল;

(ঘ) বেড়িবাঁধের যে অংশে ভাঙ্গন সৃষ্টি বা কর্তন করা হইয়াছে, উহা এই ধারার সহিত বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন লংঘন না করিয়া নির্মাণ বা সংযোজন করা হইয়াছিল।

৫৭। **বেড়িবাঁধ, ইত্যাদি ক্ষতির দন্ড**।—যদি কেহ এই বিষয়ে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া কোন সরকারী বেড়িবাঁধ কর্তন করে বা কর্তন করিতে প্রবৃত্ত হয় বা এইরূপ বেড়িবাঁধ ধ্বংস করে বা ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয় বা এইরূপ কোন বেড়িবাঁধে বা কোন সরকারী পানি নিষ্কাশন পথে অবস্থিত কোন স্লুইস খোলে বা বন্ধ করে বা বাধার সৃষ্টি করে, তাহা হইলে তিনি এক মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড বা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৫৮। **নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও বেড়িবাঁধে গবাদি পশু চরানোর দন্ড**।—বেড়িবাঁধের সরাসরি দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি যদি সরকারী বেড়িবাঁধ রহিয়াছে এমন কোন নদী বা পানি নিষ্কাশন পথের স্রোতের গতি পরিবর্তন বা বাধাদানের নিমিত্ত কোন জলাধার বা অন্য কোন দেওয়াল নির্মাণ করেন, বা প্রকৌশলী কর্তৃক প্রয়োজনীয়তা জানানোর পরও তিনি তাহার দ্বারা নির্মিত এইরূপ জলাধার (dam) বা দেওয়াল অপসারণ করিতে অস্বীকার করেন বা অবহেলা করেন ; বা প্রকৌশলী বা বেড়িবাঁধের সরাসরি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন বেড়িবাঁধ বেষ্টিত নদী বা পানি নিষ্কাশন পথের পাড় কাটিয়া ফেলেন বা অন্য কোন ভাবে পরিবর্তন করেন বা কোন সরকারী বেড়িবাঁধ হইতে মাটি অপসারণ করেন বা ইহার মধ্যে খুঁটি গাড়েন বা অন্য কোন ইচ্ছাকৃত কর্মের মাধ্যমে এইরূপ বেড়িবাঁধের কার্যকারিতা ধ্বংস করেন বা হ্রাস করেন বা এইরূপ বেড়িবাঁধের উপর জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে গবাদি পশু বিচরণ করান বা উহা করিবার সুযোগ করিয়া দেন বা এইরূপ বেড়িবাঁধের উপর গবাদি পশুকে ঘাস খাওয়ান বা ইচ্ছাকৃতভাবে ঘাস খাওয়ানোর সুযোগ করিয়া দেন বা এইরূপ কোন বেড়িবাঁধের উপর জন্মানো ঘাস বা অন্যান্য গাছপালা উপড়াইয়া ফেলেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে কারাদন্ড বা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৫৯। **বাধা অপসারণ ও ক্ষতির মেরামত**।—পূর্বের শেষ তিনটি ধারার যে কোনটির অধীন কোন অভিযোগে কোন ব্যক্তির বিচারের সময় ম্যাজিস্ট্রেট এইরূপ আদেশ দিতে পারেন যে, এইরূপ ব্যক্তি যে কারণে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন বা এই আদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই বেড়িবাঁধ বা বাধা, অপসারণ বা ক্ষতির মেরামত করিতে হইবে।

যদি এইরূপ ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এইরূপ আদেশ পালনে অবহেলা বা অস্বীকার করে তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর দ্বারা এইরূপ বেড়িবাঁধ বা বাধা অপসারণ বা ক্ষতি মেরামতের খরচ অন্যান্য শাস্তির অতিরিক্ত হিসাবে এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে ফৌজদারী কার্যবিধি আইন, ১৮৯৮ (১৯০৮ সালের ৫নং আইন) এর ৩৮৬, ৩৮৭ ও ৩৮৯ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় করিতে পারিবেন।

সপ্তম ভাগ

বিবিধ

[১][৬০। **সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি**।—দেওয়ানী কার্যবিধি আইন, ১৯০৮(১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) এ সাক্ষীদের উপর সমন জারি এবং পরীক্ষা করিবার এবং দলিলাদি পেশ করিতে বাধ্য করিবার ক্ষেত্রে আদালতকে যেরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, এই আইনের অধীন কোন তদন্তে বা আপীলের ক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলী, কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালক, ডেপুটি কমিশনার এবং কর্তৃপক্ষের সেইরূপ ক্ষমতা থাকিবে।]

৬১। **আইনী কার্যক্রমের অভিশংসনের উপর বাধা-নিষেধ**।—কোন ব্যক্তি যে কোন পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী হইবার পর তাহার নাম ভুল থাকিবার কারণে বা যে ভূমির কারণে এইরূপ ব্যক্তি উক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী হইয়াছে, তাহার বর্ণনায় ভুল থাকিবার কারণে এই আইনের অধীন গৃহীত কোন কার্যক্রম অভিশংসিত বা ক্ষতিগ্রস্ত (impeached or affected) হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের বিধানাবলী এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালার শর্ত অনুযায়ী প্রতিপালিত হইয়াছে; এবং এই আইনের অধীন গৃহীত কোন কার্যক্রম, কেবল পদ্ধতির অভাবে কোন বিচার আদালতে বাতিল বা প্রত্যাখ্যাত (quash or set aside) হইবে না।

---

[১]১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশবলে মূল ৬০ ধারার পরিবর্তে বর্তমান ধারা প্রতিস্থাপিত।

৬২। **আদেশের বিরুদ্ধে আপীল**।—১৫ ধারার অধীন দাখিলকৃত আবেদন সম্পর্কে প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেকটি আদেশ এবং ৪২ ধারার অধীন প্রদত্ত যে কোন আদেশের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট [প্রকল্প পরিচালক] এর নিকট আপীল করা যাইবে এবং ৪৪ বা ৫৩ ধারার অধীন [ডেপুটি কমিশনার] কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আদেশের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করা যাইবে, তবে এই ধারার অধীন কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে দাখিল করা না হইলে উহা গৃহীত হইবে না।

[৬৩। **প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ**।—এই আইনের অধীন প্রকৌশলীর উপর অর্পিত ক্ষমতা তিনি কর্তৃপক্ষের যে প্রকল্প পরিচালকের অধীনস্ত, তাহার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও আদেশ সাপেক্ষে প্রয়োগ করিবেন এবং কর্তৃপক্ষের, প্রকল্প পরিচালকের ক্ষমতা পানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কমিশনারের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও আদেশ সাপেক্ষে প্রয়োগ করিবেন।]

৬৪। **সাধারণ নিয়ন্ত্রণ**।—এই আইনের অধীন [ডেপুটি কমিশনার] এর সকল ক্ষমতা বিভাগীয় কমিশনারের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও আদেশের অধীন প্রয়োগ করিবেন এবং কমিশনারের সকল ক্ষমতা রাজস্ব বোর্ডের এইরূপ নিয়ন্ত্রণ ও আদেশ সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে।

৬৫। **অপ্রয়োজনীয় ভূমির নিষ্পত্তি**।—যখন কোন সরকারী বেড়িবাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ বা উক্ত উদ্দেশ্যে পৃথক করিয়া রাখা ভূমি ধারণ করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন এইরূপ ভূমি নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্ত সাপেক্ষে [ডেপুটি কমিশনার] কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে।

৬৬। **ডেপুটি কমিশনার ও প্রকৌশলীর ক্ষমতা অর্পণ**।—[ডেপুটি কমিশনার] বা প্রকৌশলী তাহার উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা তাহার অধীনস্ত যে কোন অফিসারকে অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদন করিলে, ক্ষেত্রমত, [ডেপুটি কমিশনার] বা প্রকৌশলী কর্তৃক উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনাযোগ্য হইবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন [ডেপুটি কমিশনার] বা প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, এই আইনের পূর্ববর্তী বিধানাবলী সাপেক্ষে, তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত আদেশ মূল আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৭। **সরকারের পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা**।—এই আইনের যে কোন বিধানের অধীন যে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ [সরকার] কর্তৃক যে কোন সময় পরিবর্তন বা বাতিল করা হইবে।

৬৮। **সরকারী কর্মচারী**।—এই আইনের যে কোন বিধানের অধীন কার্য সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল অফিসার এবং এইরূপ অফিসার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) এর ২১ ধারায় প্রদত্ত সংজ্ঞার অধীন সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

৬৯। **এখতিয়ার**।—এই আইনের অধীন সৃষ্ট সকল অভিযোগ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত ও বিচারযোগ্য হইবে।

৭০। **মামলা, আপীল এবং আবেদন করিবার উপর বাধা-নিষেধ**।—এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন দেওয়ানী আদালত,২৪ ধারার বিধানের অধীন প্রকৌশলী কর্তৃক সম্পাদনের জন্য প্রস্তাবিত বা গৃহীত বা গৃহীতব্য এইরূপ কোন কাজ বা কর্ম সম্পর্কিত কোন মামলা, আপীল বা আবেদন বিচারের জন্য গ্রহণ করিবেন না।

---

[১] ১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশবলে "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরে "বা কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[২] উক্ত ৭ নং অধ্যাদেশবলে "কালেক্টর" শব্দের পরিবর্তে "ডেপুটি কমিশনার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] ১৯৬২ সালের ৭ নং অধ্যাদেশবলে মূল ৬৩ ধারার পরিবর্তে বর্তমান ধারা প্রতিস্থাপিত।

৭১। **সংরক্ষণ**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে ২ ধারার অধীন রহিত আইনসমূহের বিধানাবলীর অধীন সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত কোন কাজ বা মেরামত কাজের অনুকূলে পরিশোধযোগ্য খরচ, এইরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও রহিত আইনসমূহের বিধানাবলীর অধীন আদায়যোগ্য হইবে।

(২) ৭ ধারায় উল্লিখিত প্রকৃতির কোন কাজ বা নির্মাণ কাজ বা ২ ধারার অধীন রহিত আইনসমূহের বিধানাবলীর অধীন শুরু কোন মেরামত কাজ, যাহা এই আইন বলবৎ হইবার তারিখে অসমাপ্ত অবস্থায় ছিল, উহা এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন শুরু হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহা এই আইনের বিধানের সহিত যতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ততটুকু চলিতে থাকিবে।

৭২। **দায়মুক্তি**।—এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজ বা করিবার অভিপ্রায়ের জন্য ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৭৩। **সরকারের বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) [১]সরকার, এই আইনের উদ্দেশ পূরণকল্পে, প্রাক প্রকাশনার পর, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে সবগুলি বা যে কোনটির জন্য বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা—

(ক) এই আইনের কোন বিধানের অধীন কোন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার আইনানুগ ব্যবস্থার বিধি;

(খ) ৫ ধারার অধীন ভূমির প্লট বা খন্ডাংশ চিহ্নিত করিবার পদ্ধতি;

(গ) এই আইনের অধীন যে সকল বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন, ঘোষণা ও আদেশ জারি করিবার বা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইবে তাহার ফর্ম এবং ইহা জারি বা প্রকাশ করিবার পদ্ধতি;

(ঘ) ৭ ধারার উপ-ধারা (৬) এর অধীন সংস্থাপন খরচের অনুপাত নির্ধারণ;

(ঙ) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা কোন কিছু সম্পাদনের জন্য ব্যক্তি, সময়, স্থান ও পদ্ধতি নির্ধারণ;

(চ) প্রাক্কলন, বিবরণ,প্রতিবেদন এবং অন্যান্য দলিলাদির অনুলিপি গ্রহণের জন্য পরিশোধযোগ্য ফি; এবং

(ছ) এই আইনের অধীন ধার্যকৃত যে কোন অর্থের পরিমাণ।

৭৪। **এই আইনের কার্যকারিতা হইতে অব্যাহতি**।—এই আইনের খ তফসিলে উল্লিখিত আইনসমূহের যে কোনটির কার্যকারিতার অধীন থাকা কোন বেড়িবাঁধ, ভূমি বা পানি নিষ্কাশন পথের ক্ষেত্রে এই আইনের কোন কিছু প্রযোজ্য হইবে না।

---

[১] ১৯৭২ সনের ৪৮ নং অধ্যাদেশবলে "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত হয়।

তফসিল ক

(৪ ধারা দ্রষ্টব্য)

নম্বর ১

তালাইমারি বেড়িবাঁধ

ইহা গঙ্গা নদীর বাম তীর বরাবর বেড়িবাঁধের একটি অবিরাম লাইন। ইহার দৈর্ঘ্য কম-বেশি ৮২২৪ ফুট। ইহা গুরুর হাট পরগণার সাহেবগঞ্জ গ্রামের একটি ইটের পিলার হইতে শুরু হইয়া ঘোড়ামারা এবং রামচন্দ্রপুর গ্রামের ভিতর দিয়া অতিক্রম করিয়া লস্করপুর পরগণার তালাইমারী গ্রামের একটি ইটের পিলারে গিয়া শেষ হইয়াছে। সেখানে ইহা রাজশাহী-পাবনা সড়কের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

[ক্যালকাটা গেজেট, ১৮৮৫,অংশ ১, ১৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক ইহা বেঙ্গল এমব্যাংকমেন্ট অ্যাক্ট,১৮৭৩ (১৮৮৩ সালের ৬ নং আইন) এর ঘ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত, ক্যালকাটা গেজেট, ১৮৯৫ অংশ ১২৭ এ প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন নং ৭৯৭, তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫ অনুযায়ী সংশোধিত]

নম্বর ২

বোয়ালিয়া বেড়িবাঁধ

ইহা গঙ্গা নদীর বাম তীর বরাবর বেড়িবাঁধের একটি অবিরাম লাইন। ইহার দৈর্ঘ্য কম-বেশি ১৪,১৮০ ফুট। ইহা গুরুর হাট পরগণার বড়কাঠি হইতে ১১৭০ ফুট পশ্চিমে কসাইপাড়া গ্রামে একটি পাকা সড়কের সহিত ইহার সংযোগ স্থলে মাটিতে পোতা ইটের পিলার হইতে শুরু হইয়াছে। ইহা কসাইপাড়া, খাসমহল, শ্রীরামপুর, নবাবগঞ্জ, নবীনগর এবং বুলনপুর গ্রামসমূহের ভিতর দিয়া গিয়া গুরুর হাট পরগণার বুলনপুর গ্রামে গোদাগাড়ি সড়ক বেড়িবাঁধের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেখানে শেষ হইয়াছে। ইহার শেষ প্রান্ত জজ কোর্ট হাউজের উত্তর পশ্চিমে এই বিন্দুতে মাটিতে স্থাপিত একটি ইটের পিলার দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে।

[ক্যালকাটা গেজেট, ১৮৮৫,অংশ ১, ১৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক ইহা বেঙ্গল এমব্যাংকমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৭৩ (১৮৮৩ সালের ৬ নং আইন) এর ঘ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত, ক্যালকাটা গেজেট, ১৮৯৫ অংশ ১২৭ এ প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন নং ৭৯৭, তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫ অনুযায়ী সংশোধিত]

নম্বর ৩

কুচারী বেড়িবাঁধ

ইহা গঙ্গা নদীর বাম তীর বরাবর বেড়িবাঁধের একটি অবিরাম লাইন। ইহার দৈর্ঘ্য কম-বেশি ১,৭২৯ ফুট। ইহা গুরুর হাট পরগণার বুলনপুর গ্রামে নাটোর সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বে মাটিতে স্থাপিত একটি ইটের পিলার হইতে শুরু হইয়াছে এবং গুরুর হাট বুলনপুর গ্রামে যেখানে ইহা রামপুর-বোয়ালিয়া বেড়িবাঁধের সহিত মিলিত হইয়াছে সেখানে শেষ হইয়াছে।

[ক্যালকাটা গেজেট, ১৮৮৫,অংশ ১, ১৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক ইহা বেঙ্গল এমব্যাংকমেন্ট অ্যাক্ট,১৮৭৩ (১৮৮৩ সালের ৬ নং আইন) এর ঘ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত, ক্যালকাটা গেজেট, ১৮৯৫ অংশ ১২৭ এ প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন নং ৭৯৭, তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫ অনুযায়ী সংশোধিত]

নম্বর ৪

গোদাগাড়ি সড়ক বেড়িবাঁধ

ইহা গঙ্গা নদীর বাম তীর বরাবর বেড়িবাঁধের একটি অবিরাম লাইন (যাহা একটি জেলা সড়কও বটে)। ইহার দৈর্ঘ্য কম-বেশি ১২,২৫০ ফুট। ইহা গুরুর হাট পরগণার বুলনপুর গ্রামে জজ কোর্ট হাউজের উত্তর-পশ্চিমে রংপুর বোয়ালিয়া বেড়িবাঁধের শেষ প্রান্তে স্থাপিত একটি ইটের পিলার হইতে শুরু হইয়া খাসমহল, চালনাই, হরোপুর, গোবিন্দপুর এবং নবগঙ্গা গ্রামসমূহের ভিতর দিয়া গিয়া গুরুর হাট পরগণার সোনাইকান্দি গ্রামে মাটিতে স্থাপিত একটি ইটের পিলারে শেষ হইয়াছে।

[ক্যালকাটা গেজেট, ১৮৮৫,অংশ ১, ১৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক ইহা বেঙ্গল এমব্যাংকমেন্ট অ্যাক্ট,১৮৭৩ (১৮৮৩ সালের ৬ নং আইন) এর ঘ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত, ক্যালকাটা গেজেট, ১৮৯৫ অংশ ১২৭ এ প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন নং ৭৯৭, তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫ অনুযায়ী সংশোধিত]

নম্বর ৫

পাঠানপাড়া বেড়িবাঁধ

এই বেড়িবাধের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪৫০ ফুট। ইহা রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানার শ্রীরামপুর মৌজার সি. এস. প্লট নম্বর ৩৭৫ ও ৩৭৪ এবং দরাপড়া মৌজার সি. এস. প্লট নং ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ৩০২, ৫০৯, ৫৯১, ৫৯২, ৪৮৪ ও ৫১০ লইয়া গঠিত। ইহার ক্ষেত্রফল প্রায় ২৫৮৭ একর।

প্রজ্ঞাপন নং ৯-১, তারিখ ২৬ মে, ১৯৪৪ মোতাবেক ইহা বেঙ্গল এমব্যাংকমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৭৩ (১৮৭৩ সালের ৬ নং আইন) এর তফসিল ঘ তে অন্তর্ভুক্ত।

নম্বর ৬

রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষের বাসভবনের সামনের বেড়িবাঁধ

রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষের বাসভবনের সামনের বেড়িবাঁধের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৬৬ ফুট। ইহ রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানার অধীনস্থ তালিকা নম্বর ২০৪ দরগাপাড়া মৌজার সি. এস. প্লট নম্বর ৩৮৫, ৩৮৭ ও ৩৮৮ এর অংশ বিশেষ লইয়া গঠিত। ইহার আয়তন ০.৪৬২ একর।

প্রজ্ঞাপন নং ৯-১, তারিখ ২৬ মে, ১৯৪৪ মোতাবেক ইহা বেঙ্গল এমব্যাংকমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৭৩ (১৮৭৩ সালের ৬ নং আইন) এর তফসিল ঘ তে অন্তর্ভুক্ত।

তফসিল খ

(ধারা ৭৪ দ্রষ্টব্য)

বৎসর	নম্বর	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
১	২	৩
১৮৬৫	৫	বেঙ্গল এ্যাক্ট
১৮৭৬	৩	দি ক্যানাল এ্যাক্ট
১৮৭৭		দি বেঙ্গল ইরিগেশন এ্যাক্ট

তফসিল খ

(২ ধারা দ্রষ্টব্য)

বৎসর	নম্বর	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	রহিতের তারিখ
১	২	৩	৪
		বেঙ্গল এ্যাক্ট	
১৮৭৩	৬	দি বেঙ্গল এমব্যাংকমেন্ট এ্যাক্ট	যে অংশটুকু রহিত কর হয় নাই
১৯১৫	২	দি বেঙ্গল এমব্যাংকমেন্ট (সুন্দরবন) এ্যাক্ট	সম্পূর্ণ
১৯৫১	৬	দি বেঙ্গল এমব্যাংকমেন্ট (সিলেট পর্যন্ত বর্ধিতকরণ) এ্যাক্ট	সম্পূর্ণ
		আসাম এ্যাক্ট	
১৯৪১	৭	দি আসাম এমব্যাংকমেন্ট এন্ড ড্রেনেজ এ্যাক্ট	সিলেট জেলায় ইহার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ
		ইস্ট বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স	
১৯৫১	১৬	দি বেঙ্গল এমব্যাংকমেন্ট এ্যাক্ট (ইস্ট বেঙ্গল সংশোধনী অধ্যাদেশ)	সম্পূর্ণ

বাঃসরঃমুঃ-২০০৪/০৫-২৬১৯কম-সি—৫০০ বই ২০০৪।